সংলাগ-৮

ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হজ্জ ক্যাম্প, আশকোনা, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য সাধারণ নীতিমালা

১. ঋণ ও অনুদান শুধু মাত্র ট্রাষ্টের সদস্য, খতিব, ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের মধ্যে সীমিত রাখিতে হইবে ।

২. ঋণ বিনিয়োগের জন্য প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে । কেননা এই প্রথমবারের মতো কল্যাণ ট্রাষ্টের আওতায় ঋণ ও অনুদান কর্মসূচী হাতে নেওয়া হইয়াছে । কাজেই প্রারম্ভিক কার্যক্রমের সাফল্যের উপর এর ভবিষ্যৎ বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণ নির্ভরশীল এই কথা খেয়াল রাখিয়া প্রার্থী বাছাই করা সমীচীন হইবে ।

৩. ঋণ প্রত্যাশি, খতিব, ইমাম ও মুয়াজ্জিন- এর সার্বিক বিষয় বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। যেমন- শারীরিক সুস্থতা, কর্মে উদ্যম, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, প্রশিক্ষণ, সুনাম ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আনিতে হইবে ।

৪. ঋণ গ্রহীতার সাথে জেলা কার্যালয়ের নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করিবার সুযোগ আছে কিনা তাহা বিবেচনায় রাখিতে হইবে ।

৫. ঋণ প্রদানের বিষয়টি মসজিদ /মহল্লাবাসীর গোচরে রাখিতে হইবে, যাহাতে স্থানীয়ভাবে সুপারভিশন বা খোঁজ- খবর রাখা সহজ হয় ।

৬. যে কাজের জন্য ঋণের অর্থ প্রদান করা হইবে তবে সেই কাজ করিবার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে কিনা সেই বিষয়ে যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে ।

৭. কম ঝুকিপূর্ণ খাতে ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার দিতে হইবে ।

৮. স্থানীয়ভাবে মনিটরিং এর জন্য ব্যবস্থা রাখিতে হইবে ।

৯. প্রত্যেক ঋণ গ্রহীতার জন্য আলাদা আলাদাভাবে নথি ও রেকর্ড পত্র সংরক্ষণ করিতে হইবে । যাহাতে ঋণ প্রদান ও আদায় সংক্রান্ত সকল হিসাব সঠিকভাবে সংরক্ষিত থাকিবে ।

১০. কল্যাণ ট্রাস্টের যাবতীয় নথিপত্র সঠিকভাবে অডিটযোগ্য পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে ।

১১. ঋণ গ্রহীতার একটি ছবিসহ ব্যক্তিগত ঋণের পাশ -বই সংরক্ষণ করিতে হইবে । ঋণের পাশ -বইতে তারিখসহ তাহার গৃহীত ঋণের পরিমাণ, কিস্তি শোধের পরিমাণ ও অবশিষ্ট ঋণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে ।

১২. ঋণের টাকার বিপরীতে কোন সুদ গ্রহণ করা যাইবে না । তবে ট্রাস্টী বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে নির্ধারিত হারে Service Charge নেওয়া যাইতে পারে ।

১৩. গ্রহীতা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মসজিদভিত্তিক শিশু গণশিক্ষা কার্যক্রম এলাকাতে অগ্রাধিকার দেওয়া যাইতে পারে । যাহাতে উক্ত কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষক ও সুপারভাইজারগণ নিয়মিত পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারেন ।

১৪. ঋণ প্রত্যাশিদের মধ্যে যাহারা প্রস্তাবিত মোট বিনিয়োগের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের অর্থ নিজস্ব তহবিল হইতে বিনিয়োগ করিতে সক্ষম তাহাদেরকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া যাইতে পারে ।

১৫. ট্রাস্টী বোর্ডের পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত ঋণখাতে ব্যক্তি প্রতি সর্বনিম্ন ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা এবং সর্বোচ্চ ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা প্রদান করা যাইতে পারে।

১৬. সাধারণভাবে ঋণের সকল অংশ অবলোপন বা মওকুফ হইবে না । তবে যে কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা কোন বিপর্যয়ের কারণে প্রয়োজনে ঋণ পুনঃ তফসিল করা যাইবে । এই ব্যাপারে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক বাস্তবতার আলোকে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

১৭. বিনিয়োগের ধরণ, প্রকৃতি অনুযায়ী কিস্তির পরিমাণ , পরিশোধের মেয়াদ ও গ্রেস পিরিয়ড নির্ধারণ করিতে হইবে ।

১৮. আয় বর্ধন সহায়ক খাত ছাড়া অন্য খাতে ঋণ প্রদান করা যাইবে না ।

১৯. নির্ধারিত কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে কিস্তি খেলাফি হিসাবে চিহ্নিত করিয়া কিস্তি পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

২০. মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষার শিক্ষকদের মধ্যে যেইসব ইমাম ও মুয়াজ্জিন ঋণ গ্রহণে আগ্রহী তাহাদেরকে ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া যাইতে পারে । তাহা করা হইলে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষার শিক্ষকদের মাসিক সম্মানী হইতে কিস্তির টাকা সমন্বয় করা যাইবে ।

২১. ঋণের অর্থ ব্যবহার করিয়া কিভাবে আয় বাড়ানো যায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা ঋণ গ্রহীতাদের জন্য ওরিয়েন্টেশন কোর্সের ব্যবস্থা করা যাইবে ।

২২. ঋণ গ্রহীতার উন্নয়ন ও ঋণের অর্থ ফেরত দানের উপর এই কার্যক্রমের ভবিষ্যত সম্প্রসারণ নির্ভরশীল । এই কথা ঋণ গ্রহীতাদেরকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে । যাহাতে ঋণ পরিশোধে তাহার নৈতিক চাপ সৃষ্টি হইবে ।

২৩. ট্রাস্টী বোর্ডের পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত এক ব্যক্তিকে দুইবারের অধিক ঋণ দেওয়া যাইবে না ।

২৪. ট্রাস্টী বোর্ড কর্তৃক পরবর্তী কোন সিদ্ধান্ত না গ্রহণ করা পর্যন্ত আপাততঃ প্রতিটি জেলার অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দ সীমার মধ্যে কার্যক্রম সীমিত রাখিতে হইবে ।

২৫. আবেদনকারীর পক্ষে মসজিদ এলাকার কমপক্ষে ২ জন জামিনদার থাকিতে হইবে ।

২৬. উপজেলা কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আবেদনপত্র যথানিয়মে জেলা কমিটি দ্বারা বাছাই ও সুপারিশক্রমে অনুমোদনের জন্য ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে ।

২৭. আবেদনকারীকে ১৫০/-টাকা মুল্যের নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পে চুক্তি নামা (Deed of Agreement) সম্পাদন করিতে হইবে ।

২৮. আবেদনকারীর কর্মরত মসজিদের খতিব/ইমাম /মুয়াজ্জিন হিসাবে নিয়োগপত্র আবেদনের সাথে সংযুক্ত করিতে হইবে ।

২৯. নিজস্ব সম্পত্তি এবং দায়-দেনার বিবরণ আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করিতে হইবে ।

৩০. " ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট " শিরোনামে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে সোনালী ব্যাংকে একাউন্ট খুলিতে হইবে । উক্ত ব্যাংক একাউন্টে ঋণ গ্রহীতা, খতিব, ইমাম ও মুয়াজ্জিন থেকে প্রাপ্ত ঋণের কিস্তির অর্থ জমা রাখিতে হইবে। ট্রাস্টী বোর্ড কর্তৃক পরবর্তী কোন সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ইফাঃ বিভাগীয়/জেলা কার্যালয়ের অফিস প্রধান ও সহকারী পরিচালকের যৌথ স্বাক্ষরে উক্ত ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে । কোন কার্যালয়ে সহকারী পরিচালক না থাকিলে হিসাব রক্ষক যৌথ স্বাক্ষরকারী হিসাবে গণ্য হইবেন ।

৩১. প্রাথমিক অবস্থায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে যে সকল খতিব, ইমাম ও মুয়াজ্জিন বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডে নিয়োজিত আছেন কিংবা যাহাদের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের অবকাঠামোগত সুবিধাদি বেশী আছে তাহাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া যাইতে পারে ।

৩২. মঞ্জুরীকৃত ঋণের অর্থ একসংগে একটি চেকের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ মঞ্জুরের পর ১০ দিনের মধ্যে প্রদান করিতে হইবে ।

৩৩. ট্রাস্টী বোর্ড প্রয়োজনে সময় সময় নীতিমালা পুণঃনির্ধারণ/সংযোজন করিতে পারিবে ।